চাহিদা

ইউনিট ৫

পাঠ ১ : চাহিদা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- চাহিদার সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন।
- চাহিদাবিধি বর্ণনা করতে পারবেন।

সংজ্ঞা

সাধারণতঃ কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে একজন ব্যক্তি কোন দ্রব্যের যে পরিমাণ দ্রব্য কিনতে প্রস্তুত থাকে তাকে ঐ দ্রব্যের চাহিদা বলে। এখানে "কিনতে প্রস্তুত থাকে" এর মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য লুকায়িত থাকে। প্রথমে ব্যক্তির ঐ দ্রব্যটি কিনার ইচ্ছা থাকতে হবে, দ্বিতীয়তঃ দ্রব্যটি কিনার জন্য তার হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ থাকতে হবে এবং সবশেষে তার ঐ টাকা ব্যয়ের ইচ্ছা থাকতে হবে। উদাহরণ : মনে করি, একজন ব্যক্তি আলু কিনার জন্য বাজারে গেল। বাজারে গিয়ে দেখল যে এক কেজি আলুর দাম ১০ টাকা এখন তার ২ কেজি আলু কিনার আকাংক্ষা থাকতে হবে, তার পকেটে ২০ টাকা বা তার চেয়ে বেশী থাকতে হবে এবং ঐ টাকাটা খরচ করার ইচ্ছা থাকতে হবে। তবেই বলা যাবে ঐ ব্যক্তির আলুর চাহিদা হল ২ কেজি।

চাহিদা বিধি

আমরা চাহিদার যে সংজ্ঞা পড়লাম তাতে দেখতে পেলাম যে কোন দ্রব্যের চাহিদা প্রধানতঃ তার নিজস্ব দামের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ পণ্যের চাহিদা ও দামের মধ্যে একটা আপেক্ষিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এই সম্পর্ককে একটি নিয়মের মাধ্যমে প্রকাশই হল চাহিদা বিধি। বিধিটি হল : অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে কোন দ্রব্যের নিজস্ব দাম বাড়লে তার চাহিদা কমে এবং কমলে তার চাহিদা বাড়ে। অর্থাৎ দ্রব্যের চাহিদা আর তার দামের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ একটি বাড়লে অন্যটি কমবে। যেমন : মনে করি এক কেজি আলুর দাম যখন ১০ টাকা তখন একজন ব্যক্তি ২ কেজি আলু ক্রয় করে। এখন যদি দাম বেড়ে ১১ টাকা হয়ে যায় তখন সে ২ কেজি না কিনে ১ কেজি ক্রয় করে। আর আলুর দাম যখন ৮ টাকা তখন সে ৪ কেজি আলু ক্রয় করে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, দাম যখন বেড়ে যায় তখন তার চাহিদা কমে যায়। আবার যখন দাম কমে যায় তখন তার চাহিদা বেড়ে যায়। অর্থাৎ আলুর দাম ও তার চাহিদার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান, এটিই হল চাহিদা বিধি।

চাহিদা সূচী ও চাহিদা রেখা

কোন দ্রব্যের দাম ও চাহিদাকে পাশাপাশি রেখে যখন আমরা ছকে প্রকাশ করি তখন তাকে চাহিদাসূচী বলে। উপরের উদাহরণের দাম ও তার চাহিদাকে সূচীতে প্রকাশ করলে আমরা নিম্নের সূচী পাব :

আলুর দাম (টাকা)	আলুর পরিমাণ (কে.জি)
১৪	১
১০	২
৮	৪

এই চাহিদা সূচী যখন আমরা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করি তখন তাকে বলে চাহিদা রেখা। নিম্নের চিত্রে DD একটি চাহিদা রেখা।

OX অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং OY অক্ষে দাম নির্দেশিত হয়েছে। আলুর দাম যখন ১৪ টাকা (OP_3) চাহিদার পরিমাণ সেখানে ১ কেজি। দাম যখন কমে ১০ টাকা (OP_2) বা ৮ (OP_1) টাকা হয় তখন তার চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যথাক্রমে ২ কেজি ও ৪ কেজি হয়। এখন ১৪ টাকা দামে ১ কেজি আলু পাওয়া যায় তা Q বিন্দু দিয়ে প্রকাশ করা হল। একইভাবে ১০ টাকা দামে ২ কেজি আর ৮ টাকা দামে ৪ কেজি আলু পাওয়া যায় সেগুলো যথাক্রমে R ও S বিন্দু দ্বারা প্রদর্শিত হল। এখন Q, R ও S বিন্দু যোগ করে যে রেখা পাওয়া যাবে তাই আলুর চাহিদা রেখা DD।

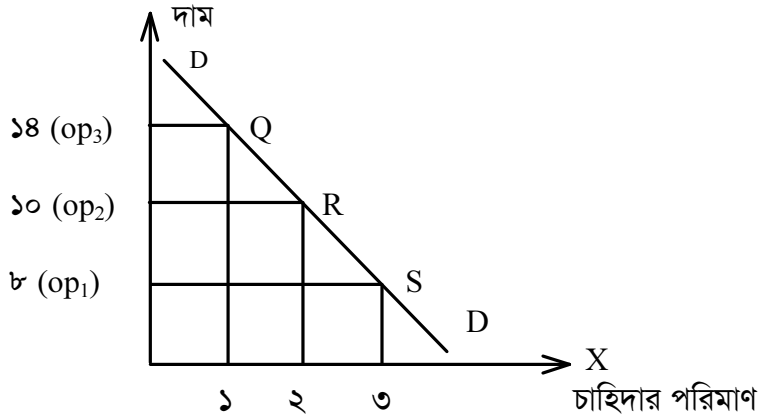

চিত্র : চাহিদা রেখা

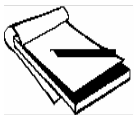

অনুশীলনী ৫.১

নিম্নে কোন পরিবারের পেয়াজের চাহিদার ছক দেয়া আছে, পেয়াজের চাহিদা রেখাটি অঙ্কন কর।

পিয়াজের দাম/কেজি	পিয়াজের চাহিদা/মাস (কেজি)
২০	১৫
১৮	১৬
১৬	১৮
১৪	২০
১০	২২
৫	৩০

পাঠ ২ : চাহিদার নির্ধারকসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- চাহিদার নির্ধারক সমূহ বলতে পারবেন।
- পরিবর্তক ও পরিপূরক দ্রব্যের উদাহরণ দিতে পারবেন।

পূর্বের পাঠে আলোচনায় আমরা বলেছি যে, কোন দ্রব্যের চাহিদা তার দামের উপর নির্ভর করে। কিন্তু কোন দ্রব্যের চাহিদা শুধুমাত্র তার দামের উপর নির্ভর করে না বরং ভোক্তার আয়, রুচি, পছন্দ, অভ্যাস, অন্যান্য সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম ইত্যাদি উপাদানের উপর নির্ভর করে। সবগুলি উপাদানকে একসাথে বিবেচনা করলে চাহিদা অপেক্ষকটি দাঁড়ায় $Qx = f(Px, Y, T, C, Pr .....)$

এখানে $Qx = x$ দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ, f = অপেক্ষক $Px = x$ দ্রব্যের দাম, Pr = সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম, C = ভোক্তার পছন্দ, T = ভোক্তার রুচি পছন্দ, Y = ভোক্তার আয়।

অতএব কোন দ্রব্যের চাহিদা তার দাম ছাড়াও অন্যান্য অনেক উপাদানের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বলা য়ায়, আমাদের উদাহরণের আলুর চাহিদা আলুর দামের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে। এছাড়া যে ব্যক্তি আলু কিনতে যাবে তার আয় কেমন, তার রুচি, পছন্দ কেমন। আলুর সাথে সম্পর্কিত দ্রব্য, যেমন – ভাত/চাল এর দাম ইত্যাদির দ্বারাও আলু ক্রয়ের পরিমাণ প্রভাবিত হয়। যদি চালের দাম বেড়ে যায় তবে একজন ব্যক্তির চাল কিনার চাহিদা কমে যেতে পারে কারণ তখন সে অপেক্ষাকৃত কম দামের আলু কিনার জন্য আগ্রহী হবে এবং আলুর চাহিদা বাড়বে। অর্থাৎ চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় আলুর চাহিদা বেড়ে গেল। এভাবে সম্পর্কিত দ্রব্যের দামও কোন দ্রব্যের চাহিদাকে প্রভাবিত করে।

পরিবর্তক ও পরিপূরক দ্রব্য

আমরা দেখেছি যে, কোন দ্রব্যের চাহিদা সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম দ্বারাও প্রভাবিত হয়। সম্পর্কিত দ্রব্য আবার দুই প্রকারের হতে পারে : (১) পরিবর্তক দ্রব্য (২) পরিপূরক দ্রব্য।

পরিবর্তক দ্রব্য

যখন দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটিকে অপরটির পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়, তখন দ্রব্য দুটির একটিকে অপরটির পরিবর্তক দ্রব্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যেমন : মনে করি চিনির দাম যখন ২০ টাকা তখন একজন ব্যক্তি মাসে ২ কেজি গুড় ক্রয় করে। কিন্তু চিনির দাম বেড়ে ২৫ টাকা হয় তখন সে দুই কেজি গুড় ক্রয় না করে আরও বেশী গুড় ক্রয় করে (২.৫০) অর্থাৎ চিনির দাম বেড়ে যাওয়ায় ব্যক্তি কিছু চিনির পরিবর্তে কিছু গুড় ক্রয় করলো। অর্থাৎ গুড়কে চিনির পরিবর্তক হিসাবে ব্যবহার করল। তেমনি যদি আবার চিনির দাম ২০ টাকা থেকে কমে ১৫ টাকা হয় তবে ব্যক্তি হয়ত ২ কেজি গুড়ের চেয়ে কম গুড় ক্রয় করবে (১ কেজি)। চিনির দাম কমে যাওয়ায় সে একটু বেশী চিনি ক্রয় করবে। অর্থাৎ গুড়ের পরিবর্তে চিনি ক্রয় করবে। এখানে ভোক্তা চিনিকে গুড়ের পরিবর্তক হিসাবে ব্যবহার করল।

এখানে চিনি ও গুড় একে অপরের পরিবর্তক দ্রব্য। এখানে দেখা যাচ্ছে যে চিনির দামের সাথে গুড়ের চাহিদার সম্পর্ক ধনাত্মক। অর্থাৎ পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটি পণ্যের দাম ও অপরটির চাহিদার সম্পর্ক ধনাত্মক।

নিচের সারণীতে চিনির দাম ও গুড়ের চাহিদার সম্পর্ক দেখানো হলো :

চিনির দাম (টাকা)	গুড়ের চাহিদা (কেজি)
১৫	১ কেজি
২০	২ কেজি
২৫	২.৫০ কেজি

পরিপূরক দ্রব্য

যখন একটি দ্রব্যের ব্যবহারের জন্য অপর একটি দ্রব্যের ব্যবহার অত্যাবশ্যক হয় তখন দ্রব্য দুটির একটিকে অপরটির পরিপূরক বলে। যেমন : কালি ও কলমের কথা বলা যায়। কালি ছাড়া কলমের ব্যবহার করা যায় না, তেমনি আবার কলমের ব্যবহারের জন্য কালির ব্যবহার অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ কালির দামের সাথে কলমের সম্পর্ক রয়েছে।

নিচের সারণীতে কালির দামের সাথে কলমের চাহিদার সম্পর্ক তুলে ধরা হলো :

কালির দাম /বোতল	কলমের চাহিদা/মাস
৫	৩০
১০	২৫
১৫	২০
২০	১৫

উপরে কালি ও কলমের আড়াআড়ি চাহিদা সূচক দেয়া হল। এই চাহিদা সূচক থেকে দেখা যায় যে, কালির দাম ও কলমের চাহিদার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক। অর্থাৎ পরিপূরক দ্রব্যের আড়াআড়ি চাহিদা ঋণাত্মক।

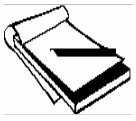

অনুশীলনী ৫.২

১. সম্পূর্ণ চাহিদা অপেক্ষকটি গাণিতিক ভাষায় লিখুন।
২. পরিবর্তক ও পরিপূরক দ্রব্যের মধ্যে তফাৎ বর্ণনা করুন।

পাঠ ৩ : চাহিদার সংকোচন প্রসারণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- চাহিদার সংকোচন ও প্রসারণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

আমরা জানি যে, কোন দ্রব্যের চাহিদা তার দাম, ব্যক্তির আয়, রুচি, অভ্যাস, সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম ইত্যাদি অনেক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। এখন এই সব উপাদানের মধ্যে অন্যান্য উপাদানকে স্থির ধরে যদি শুধুমাত্র দামের পরিবর্তন কোন দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন বিবেচনা করি, তখন তাকে বলে চাহিদার সংকোচন প্রসারণ। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদা যখন বাড়ে তখন তাকে বলে চাহিদার প্রসারণ। আবার অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে দ্রব্যের দাম বাড়ার কারণে যখন তার চাহিদা কমে তখন তাকে বলে চাহিদার সংকোচন। চাহিদার প্রসারণ ব্যাখ্যার জন্য আমরা নীচের সূচীকে বিবেচনা করতে পারি।

আলুর দাম (টাকা)	আলুর চাহিদা (কেজি)
১০	৫
৮	৬

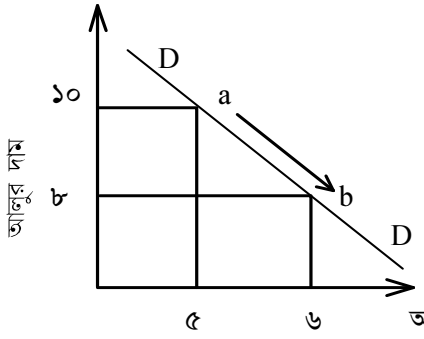

উপরোক্ত উদাহরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যখন আলুর দাম ১০ টাকা ছিল তখন আলুর চাহিদা ছিল ৫ কেজি এবং এই সম্পর্ক চাহিদা রেখার a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত।
এখন আলুর দাম কমে ৮ টাকা হওয়ায় আলুর চাহিদা ৬ কেজি হল। এই সম্পর্ক চাহিদা রেখার b বিন্দু দ্বারা প্রকাশিত। অর্থাৎ আলুর দাম কমে যাওয়ায় ভোক্তা চাহিদা রেখার a বিন্দু থেকে b বিন্দুতে অবস্থান পরিবর্তন করে এতে আলুর চাহিদার পরিমাণও বাড়ে একে বলে চাহিদার প্রসারণ।

অনুশীলনী ৫.৩.১

যখন আলুর দাম ৬ টাকা তখন কোন পরিবারের আলুর চাহিদা ১০ কেজি/মাস। এখন আলুর দাম ৪ টাকা হলে চাহিদার কি পরিবর্তন হবে চিত্রের মাধ্যমে দেখাও।

এখন চাহিদার সংকোচনের জন্য নিম্নোক্ত ছক বিবেচনা করা যাক –

আলুর দাম (টাকা)	আলুর চাহিদা (কেজি)
৮	৪
১২	৩

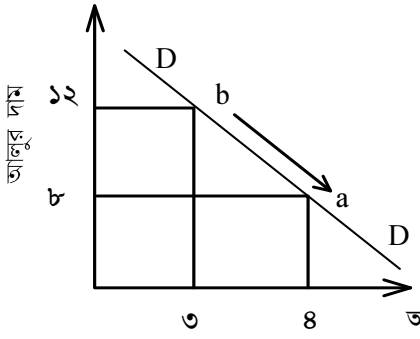

উপরোক্ত উদাহরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আলুর দাম যখন ৮ টাকা তখন আলুর চাহিদা ছিল ৪ কেজি এবং এই সম্পর্ক DD চাহিদা রেখার a বিন্দু দ্বারা প্রকাশিত। এখন আলুর দাম বেড়ে ১২ টাকা হওয়ায় আলুর চাহিদা কমে ৩ কেজি হল এবং এই সম্পর্ক চাহিদা রেখার b বিন্দু দ্বারা প্রকাশিত অর্থাৎ আলুর দাম বেড়ে যাওয়ায় চাহিদা ৪ কেজি থেকে কমে ৩ কেজি হল এবং ভোক্তা a বিন্দু থেকে b বিন্দুতে স্থানান্তরিত হল। একে বলে চাহিদার সংকোচন।

অনুশীলনী ৫.৩.২

যখন শার্টের দাম ৬০০ টাকা তখন একজন ব্যক্তির শার্টের চাহিদা ৪টি। এখন যদি ১০০০ টাকা হয় তবে শার্টের চাহিদা কমে ৩টি হয়। এই পরিবর্তনকে চাহিদা রেখার মাধ্যমে দেখাও।

চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি

চাহিদার সংকোচন প্রসারণের ব্যাখ্যাতে দ্রব্যটির নিজস্ব দামের পরিবর্তনকে আমরা শুধু বিবেচনা করেছি এবং ভোক্তার আয়, রুচি, পছন্দ অন্যান্য সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম ইত্যাদি উপাদানগুলিকে আমরা স্থির ধরেছি। কিন্তু চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধির আলোচনায় আমরা দ্রব্যের নিজস্ব দামকে স্থির ধরে অন্যান্য উপাদানগুলিকে পরিবর্তনশীল বলে বিবেচনা করব।

চাহিদার বৃদ্ধি

এখন দ্রব্যটির দাম স্থির রেখে ভোক্তার আয় বাড়লে, রুচির অনুকূল পরিবর্তন হলে, পরিবর্তক দ্রব্যের দাম বাড়লে বা পরিপূরক দ্রব্যের দাম কমলে অর্থাৎ চাহিদার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে ভোক্তা দামের প্রতিটি স্থির অবস্থায় আগের চেয়ে বেশী দ্রব্য ক্রয় করবে। অর্থাৎ দামের প্রতিটি পূর্বাবস্থায় চাহিদার পরিমাণ বাড়বে এবং চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হবে। একে বলে চাহিদার বৃদ্ধি।

উদাহরণ : আয় বৃদ্ধির কারণে আলুর চাহিদা বৃদ্ধি

আলুর দাম	ব্যক্তির আয়	আলুর চাহিদা
১০	১০০	১৫
১০	২০০	২০

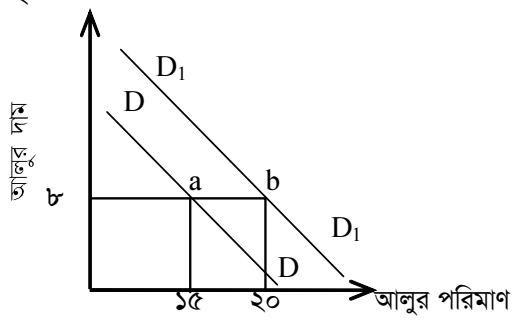

উপরোক্ত উদাহরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আলুর দাম ১০ টাকা থাকা অবস্থায় ভোক্তার আয় যখন ১০০ টাকা তখন সে ১৫ কেজি আলু ক্রয় করত। এই সম্পর্কটি DD রেখার a বিন্দু দ্বারা প্রকাশিত। এখন আলুর দাম ১০ টাকাতেই স্থির থাকা অবস্থায় যখন ব্যক্তির আয় বেড়ে ২০০ টাকা হল তখন আলুর চাহিদা বেড়ে ২০ কেজি হল। এতে চাহিদা রেখা স্থানান্ত রিত হয়ে D_1D_1 হল। এখন এই সম্পর্কটি নতুন চাহিদা রেখা D_1D_1 এর b বিন্দু দ্বারা প্রকাশিত। আলুর দাম স্থির (১০) থাকাবস্থায় আয় বৃদ্ধির কারণে a বিন্দু থেকে b বিন্দুতে চাহিদার পরিমাণ বেশী হয়। একেই বলে চাহিদার বৃদ্ধি।

অনুশীলনী ৫.৩.৩

চিনির চাহিদা গুড়ের দাম দ্বারা প্রভাবিত হয়। চিনির দাম ৪০ টাকা স্থির অবস্থায় গুড়ের দাম যখন ২০ টাকা তখন চিনির চাহিদা হয় ৩ একক। আর গুড়ের দাম যখন ৩০ টাকা তখন চিনির চাহিদা হয় ৪ একক। চিত্রের মাধ্যমে চিনির এই চাহিদা বৃদ্ধিকে ব্যাখ্যা কর।

চাহিদার হ্রাস

অন্যদিকে দ্রব্যের দাম স্থির থেকে ভোক্তার আয় কমলে, রুচির প্রতিকূল পরিবর্তন হলে, পরিবর্তক দ্রব্যের দাম কমলে বা পরিপূরক দ্রব্যের দাম বাড়লে অর্থাৎ চাহিদার প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে ভোক্তা দামের প্রতিটি স্থির অবস্থায় আগের চেয়ে কম দ্রব্য ক্রয় করবে। অর্থাৎ দামের প্রতিটি পূর্বাবস্থায় চাহিদার পরিমাণ কমবে এবং চাহিদা রেখা বামদিকে স্থানান্তরিত হবে। একেই বলে চাহিদার হ্রাস।

উদাহরণ : আয় হ্রাসের ফলে আলুর চাহিদা হ্রাস

আলুর দাম	ব্যক্তির আয়	আলুর চাহিদা
১০	১০০	৫
১০	৫০	৩

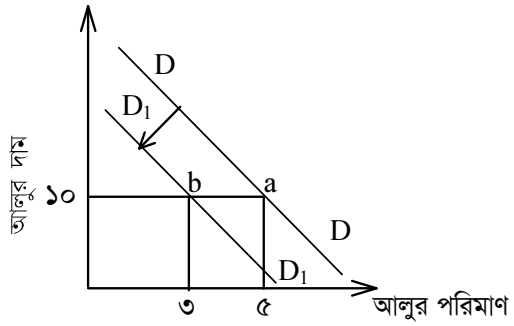

উদাহরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আলুর দাম ১০ টাকা স্থির থাকাবস্থায় ব্যক্তির আয় যখন ১০০ টাকা তখন ব্যক্তির আলুর চাহিদা ছিল ৫ কেজি যা চাহিদা রেখার a বিন্দু দ্বারা প্রকাশিত। এখন আলুর দাম ১০ টাকাতেই স্থির থাকা অবস্থায় ব্যক্তির আয় যখন কমে ১০০ টাকা থেকে ৫০ টাকা হল তখন ব্যক্তি আলুর চাহিদা কমিয়ে ৩ কেজি করল। এতে চাহিদা রেখা বামে স্থানান্তরিত হল এবং এই সম্পর্কটি স্থানান্তরিত চাহিদা রেখার (D_1D_1) b বিন্দু দ্বারা প্রকাশিত হল a বিন্দুর তুলনায় b বিন্দুতে একই দামে চাহিদার পরিমাণ কম। একেই বলে চাহিদার হ্রাস।

অনুশীলনী ৫.৩.৪

কলমের দাম ৫ টাকা স্থির অবস্থায় কালির দাম ৫ টাকা (প্রতি বোতল) হলে কলমের চাহিদা হয় ১০০টি। যদি কালির দাম ৫ টাকা থেকে ১০ টাকা হয় তবে কলমের চাহিদা কিভাবে পরিবর্তিত হবে চিত্রের মাধ্যমে দেখান।

পাঠ ৪ : চাহিদার প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- চাহিদার প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

আমরা জানি, কোন দ্রব্যের চাহিদা ভোক্তার রুচি, পছন্দ আবহাওয়া ইত্যাদি উপাদানের উপর নির্ভর করে। এই নির্ভরশীলতার উপর ভিত্তি করে চাহিদা প্রধানত তিন প্রকার।
১। দাম চাহিদা ২। আয় চাহিদা ৩। আড়াআড়ি চাহিদা

১। দাম চাহিদা (Price Demand)

অন্যান্য অবস্থা পরিবর্তিত থেকে শুধুমাত্র দামের পরিবর্তনের কারণে চাহিদার পরিবর্তন হলে তাকে দাম চাহিদা বলে। দাম চাহিদা রেখার দ্বারা বিভিন্ন দামে বিভিন্ন চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক প্রকাশ পায়। যেমন মনে করি, দ্রব্যের চাহিদা তার দামের উপর নির্ভরশীল বা $Q = f(P)$, স্বাভাবিক দ্রব্যের জন্য দাম ও চাহিদার এই সম্পর্কটি বিপরীত। অর্থাৎ দাম বাড়লে চাহিদা কমে এবং দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। তাই দাম চাহিদা রেখাকে চিত্রে রূপ দিলে আমরা নিম্নগামী চাহিদা রেখা পাব যা নীচের চিত্রে DD রেখা দ্বারা দেখান হল।

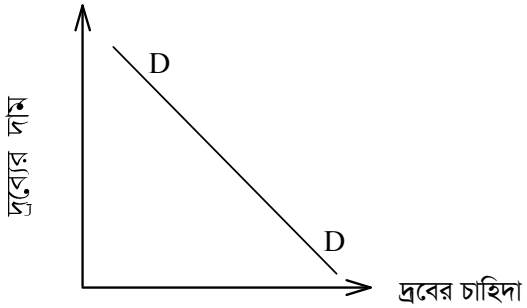

২। আয় চাহিদা (Income Demand)

অন্যান্য অবস্থা স্থির থেকে শুধুমাত্র আয়ের পরিবর্তনের ফলে ভোক্তার চাহিদার যে পরিবর্তন হয় তাকে আয় চাহিদা বলে। আয়ের বিভিন্ন পরিমাণের সাথে চাহিদার বিভিন্ন পরিমাণের যে সম্পর্ক তাকে আয় চাহিদা রেখা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। স্বাভাবিক দ্রব্যের বেলায় আয় চাহিদা রেখা উর্ধ্বগামী। কারণ আয়ও চাহিদার মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ ব্যক্তির আয় যত বাড়বে কোন দ্রব্যের বেলায় ব্যক্তির চাহিদাও তত বাড়বে। আর নিকৃষ্ট দ্রব্যের বেলায় আয় চাহিদা রেখা নিম্নগামী। কারণ ব্যক্তির আয় আর নিকৃষ্ট দ্রব্যের চাহিদার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। নিকৃষ্ট দ্রব্য হল সে সব দ্রব্য যেসব দ্রব্যকে ভোক্তা আয় বৃদ্ধি পেলে পরিত্যাগ করতে চায়। অর্থাৎ আয় বৃদ্ধি পেলে যেসব দ্রব্যের চাহিদা কমে যায় তাকে নিকৃষ্ট দ্রব্য বলে।

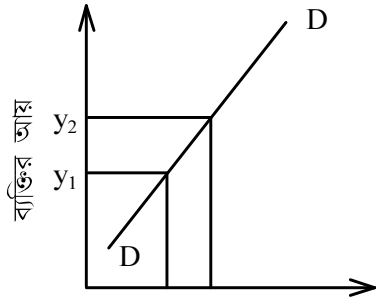

স্বাভাবিক দ্রব্য
চিত্র : ক

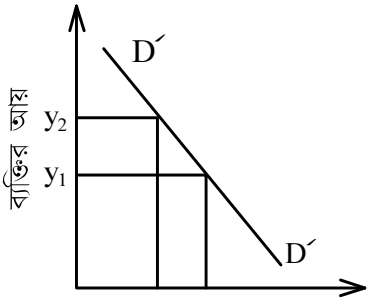

নিকৃষ্ট দ্রব্য
চিত্র : খ

উপরোক্ত চিত্রের (ক) এ ভূমি অক্ষে স্বাভাবিক দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে ব্যক্তির আয় পরিমাপ করা হল। উপরোক্ত 'ক' চিত্রে DD হল স্বাভাবিক দ্রব্যের আয় চাহিদা রেখা। এখানে দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তির আয় যখন Y_1 তখন দ্রব্যটির জন্য ব্যক্তির চাহিদা Q_1, আর আয় বেড়ে যখন Y_2 হল তখন চাহিদাও বেড়ে Q_2 হল। অর্থাৎ স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় বাড়লে চাহিদাও বাড়ে। তাই আয় চাহিদা রেখা উর্ধ্বগামী।

অন্যদিকে খ চিত্রে D_1D_1 হল নিকৃষ্ট দ্রব্যের আয় চাহিদা রেখা। এই চিত্রে ব্যক্তির আয় যখন Y_1 তখন দ্রব্যের চাহিদা Q_1 আর আয় বেড়ে যখন Y_2 হল তখন দ্রব্যের চাহিদা কমে Q_2 হল। আয় ও নিকৃষ্ট দ্রব্যের চাহিদার এই বিপরীত সম্পর্কের কারণে নিকৃষ্ট দ্রব্যের আয় চাহিদা রেখা নিম্নগামী। যেমন পদোন্নতির কারণে একজন গরীব ব্যক্তির আয় যদি বৃদ্ধি পেয়ে ৫০০ টাকা থেকে ৮০০ টাকা হয় তবে তিনি অধিক পরিমাণে ভাত ডাল না খেয়ে ফল মূল মাছ মাংস খাবার চেষ্টা করবে।

এক্ষেত্রে ভাত ডালকে বলবে নিকৃষ্ট দ্রব্য এবং তখন ভাত/ডালের আয় চাহিদা রেখা নিম্নগামী।

৩। আড়াআড়ি চাহিদা (Cross Demand)

আমরা চাহিদার নির্ধারক সমূহ আলোচনার সময় দেখেছি যে, কোন দ্রব্যের দামের উপরও নির্ভর করে। আর আমরা এও জানি যে, সম্পর্কিত দ্রব্য দুই প্রকার : ১। পরিবর্তক দ্রব্য ২। পরিপূরক দ্রব্য। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে শুধুমাত্র এই সম্পর্কিত দ্রব্যের চাহিদার যে পরিবর্তন হয় তাকে সে দ্রব্যের আড়াআড়ি চাহিদা বলে। যেমন x, y দুটি সম্পর্কিত দ্রব্য। এখন y এর দাম পরিবর্তিত হলে x দ্রব্যের চাহিদার যে পরিবর্তন হয় তাকে x দ্রব্যের আড়াআড়ি চাহিদা বলে।

পরিবর্তক বা বিকল্প দ্রব্যের আড়াআড়ি চাহিদা

পরস্পর পরিবর্তক হিসাবে x, y দুটি দ্রব্য বিবেচনা করা যাক, y দ্রব্যের দাম বাড়লে x দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে। আবার y দ্রব্যের দাম কমলে x দ্রব্যের চাহিদা কমবে। অর্থাৎ y দ্রব্যের দাম ও x দ্রব্যের চাহিদার মধ্যে সরাসরি ধনাত্মক সম্পর্ক। তাই এ ক্ষেত্রে x দ্রব্যের চাহিদা রেখাটা ডানদিকে উর্ধ্বগামী। উদাহরণ স্বরূপ, চিনি ও গুড় দুটি দ্রব্য। যদি চিনির দাম বেড়ে যায় তবে গুড়ের চাহিদা বেড়ে যাবে আবার চিনির দাম কমে গেলে গুড়ের চাহিদা কমে যাবে। তাই এখানে গুড়ের চাহিদা রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী। চিনির দাম যখন p_1 ছিল তখন গুড়ের চাহিদা M_1 যা a বিন্দু দ্বারা প্রকাশিত। আর চিনির দাম বেড়ে P_2 হলে গুড়ের চাহিদাও বেড়ে M_2 হল। এই সম্পর্ক b বিন্দু দ্বারা প্রকাশিত। এই a, b বিন্দু যোগ করে আমরা গুড়ের চাহিদা রেখা পেলাম যা ডানদিকে উর্ধ্বগামী। একে বলে পরিবর্তক দ্রব্যের আড়াআড়ি চাহিদা রেখা।

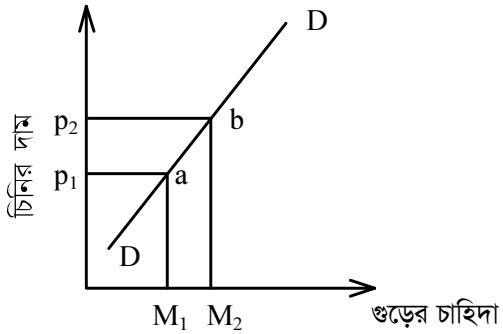

অনুশীলনী ৫.৪.১

অনুশীলনী ৫ কে ব্যবহার করে গুড় চিনির আড়াআড়ি চাহিদা রেখা অঙ্কন করুন।

পরিপূরক দ্রব্যের আড়াআড়ি চাহিদা রেখা :

পরস্পর পরিপূরক দুটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটি দামের সাথে অপরটির চাহিদার ঋণাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। একটির দাম বাড়লে অপরটির চাহিদা কমে। আর একটি দাম কমলে অপরটির চাহিদা বাড়ে যেমন আমরা কালি ও কলমের কথা বলতে পারি। যদি কালির দাম বেড়ে যায় তবে কলমের চাহিদা কমে যাবে। আর কালির দাম কমে গেলে কলমের চাহিদাও বেড়ে যাবে। সেক্ষেত্রে কলমের চাহিদা রেখাটা ডানদিকে নিম্নগামী।

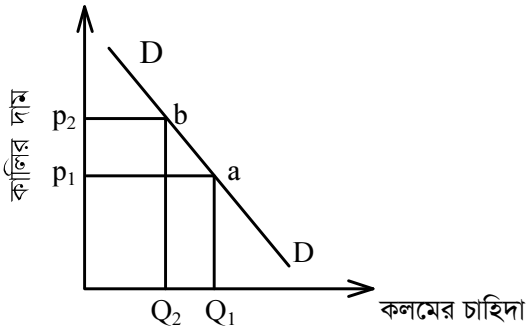

চিত্রে দেখা যায় যে যখন কালির দাম p_1 ছিল তখন কলমের চাহিদার পরিমাণ ছিল Q_1 যা চিত্রে a বিন্দু দ্বারা প্রকাশিত। এই a ও b বিন্দু যোগ করলে আমরা ডানদিকে নিম্নগামী চাহিদা রেখা পাব। একে বলে পরিপূরক দ্রব্যের আড়াআড়ি চাহিদা রেখা।

অনুশীলনী ৫.৪.২

অনুশীলনী ৫.৩.৪ কে ব্যবহার করে পরিপূরক দ্রব্য কালি ও কলমের আড়াআড়ি চাহিদা রেখা অঙ্কন করুন।

চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম

চাহিদা বিধি হতে আমরা জানি যে, দ্রব্যের দাম বাড়লে তার চাহিদা কমে। আর দ্রব্যের দাম কমলে তার চাহিদা বাড়ে। অর্থাৎ দ্রব্যের দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু এই চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ অনেক সময় আমরা এমন কিছু অবস্থার সম্মুখীন হই যখন দ্রব্যের দাম হ্রাস পেলেও তার চাহিদা কমে যায় বা দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলেও তার চাহিদা বাড়ে। একেই বলে চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম। নিম্নে চাহিদা বিধির কিছু ব্যতিক্রম আলোচনা করা হলো :

ক) সামাজিকভাবে মর্যাদাপূর্ণ দ্রব্য : থর্সষ্টেইন ভেবলন নামের একজন অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে চাহিদা বিধিকে সবসময় উপযুক্ত বলে মনে করা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে তিনি উদাহরণ হিসাবে সামাজিকভাবে মর্যাদাপূর্ণ দ্রব্য যেমন হীরকের কথা উল্লেখ করেন। হীরকের দাম যখন বেশী থাকে তখন তার চাহিদাও সমাজের উঁচু শ্রেণীর মানুষের কাছে বেশী। আবার হীরকের দাম যখন কমে যায় তখন তার চাহিদাও বাড়ে না। কারণ হীরকের দাম কমে গেলে তার সামাজিক মর্যাদাও কমে যায় এবং সমাজের উঁচু শ্রেণীর মানুষের নিকট তার চাহিদাও কমে যায়। এক্ষেত্রে চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম দেখা যায়, অর্থাৎ এখানে হীরকের দামের সাথে তার চাহিদার ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান।

খ) গিফেন দ্রব্য (Giffen goods) : রবার্ট গিফেন নামের একজন অর্থনীতিবিদ উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটেনে যারা কম আয় সম্পন্ন শ্রমিক তাদের চাহিদার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেন। সেখানে দেখা গিয়েছিল যে পাউরুটির দাম যখন বৃদ্ধি পায় তখন তারা বেশী পরিমাণে পাউরুটি ক্রয় করে। কারণ পাউরুটির দাম যখন বেড়ে যায় তখন একই পরিমাণ দ্রব্যের জন্য তাদেরকে বেশী খরচ করতে হয়। ফলে তাদের হাতে অন্যান্য দ্রব্য কিনার জন্য কম টাকা থাকে। তাই তারা ভবিষ্যৎ দাম বৃদ্ধির আশংকায় আগের চেয়ে বেশী রুটি ক্রয় করবে। অর্থাৎ রুটির দাম বাড়লেও তারা বেশী রুটি ক্রয় করে। আবার রুটির দাম কমলে অন্যান্য দ্রব্য কিনার জন্য তাদের হাতে বেশী টাকা থাকে। তখন তারা রুটির পরিমাণ কমিয়ে অন্যান্য উৎকৃষ্ট দ্রব্য ক্রয় করবে। অর্থাৎ রুটির দাম কমলে তারা কম রুটি ক্রয় করে। অতএব এখানে দেখা যাচ্ছে যে রুটির দামের সাথে চাহিদার সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। এখানে রুটি হল গিফেন দ্রব্য এবং এই গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধি কার্যকর হয়না।

গ) আরও দাম বৃদ্ধির প্রত্যাশা : কোন কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে ক্রেতাগণ মনে করে যে এর দাম ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। ফলে তাদের ঐ দ্রব্যের জন্য চাহিদা বৃদ্ধি পায়। যেমন কোন শেয়ার বাজারের শেয়ারের দাম কমলে জনগণ মনে করে যে এর দাম আরও কমবে এতে শেয়ারের চাহিদা কমে যায়। এখানেও দেখা যাচ্ছে যে শেয়ারের দামের সাথে শেয়ারের চাহিদার সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান যা চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম।

পাঠ ৫ : চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বর্ণনা করতে পারবেন।

সংজ্ঞা

চাহিদার নির্ধারক উপাদানগুলির মধ্যে যে কোন একটি পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের মাত্রা বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। এইসব উপাদানের পরিবর্তনের সঙ্গে চাহিদার সাড়া দেখার মাত্রাকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে। এই সাড়া দেখার মাত্রা বা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে শতাংশিক পরিবর্তনের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সংজ্ঞাকে সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

$$\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Price elasticity)} = \frac{\text{চাহিদার পরিমাণের আপেক্ষিক বা শতাংশ পরিবর্তন}}{\text{চাহিদার নির্ধারকের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন}}$$

প্রকারভেদ : চাহিদার নির্ধারক উপাদানের উপর নির্ভর করে চাহিদার ৩ ধরনের স্থিতিস্থাপকতার কথা আমরা এ পাঠে আলোচনা করব সেগুলো হচ্ছে :

১। চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা
২। চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা
৩। চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা

চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা :

চাহিদা বিধিতে আমরা দেখেছি যে, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের সঙ্গে তার চাহিদারও পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের মাত্রা বিভিন্ন রকম। দামের পরিবর্তনের সঙ্গে সেই দ্রব্যের চাহিদার সাড়া দেয়ার মাত্রাকে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বলে। একে শতাংশিক পরিবর্তনের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অতএব দামের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তনের ফলে চাহিদা যে আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন হয়, তাদের অনুপাতকে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বলে।

$$\text{দাম স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদার আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন}}{\text{দামের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন}}$$

চাহিদার আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন জানার জন্য আমাদের মূল্য চাহিদা ও চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণ এই দুয়ের অনুপাত জানতে হবে। অতএব সূত্রটি দাঁড়ায় –

$$\text{দাম স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\dfrac{\text{চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণ}}{\text{মূল চাহিদা}}}{\dfrac{\text{দামের পরিবর্তনের পরিমাণ}}{\text{মূল দাম}}}$$

যদি ep = দাম স্থিতিস্থাপকতা, dq = চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণ, q = মূল চাহিদা, dp = দামের পরিবর্তনের পরিমাণ, p = মূল দাম প্রকাশ করে তবে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার সূত্র দাঁড়ায় :

$$ep = \frac{\frac{dq}{q} \times 100}{\frac{dp}{p} \times 100} = \frac{dq}{q} \div \frac{dp}{p} = \frac{dq}{q} \times \frac{p}{dp} = \frac{dq}{dp} \times \frac{p}{q}$$

অনুশীলনী ৫.৫.১

প্রদত্ত চাহিদা অপেক্ষক Q = 150-5p চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করুন যখন p=4.

প্রকারভেদ : চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা ৫ প্রকার।

১। একের সমান স্থিতিস্থাপকতা বা একক স্থিতিস্থাপকতা (e=১)

২। একের চেয়ে বেশী স্থিতিস্থাপকতা বা স্থিতিস্থাপক চাহিদা (e>১)

৩। একের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপকতা বা অস্থিতিস্থাপকতা চাহিদা (e<১)

৪। শূন্য স্থিতিস্থাপকতা বা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা (e=০)

৫। অসীম স্থিতিস্থাপকতা বা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা (e=∞)

১। **একক স্থিতিস্থাপকতা :** দামের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন ও চাহিদার পরিমাণের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন যদি একই হয়। তবে তাকে বলে একক স্থিতিস্থাপকতা। যেমন দামের ১০% পরিবর্তন হলে চাহিদারও যদি ১০% পরিবর্তন হয় তবে তাকে এককের সমান স্থিতিস্থাপকতা বলে।

২। **একের চেয়ে বেশী স্থিতিস্থাপকতা :** দামের শতাংশিক পরিবর্তনের চেয়ে যদি চাহিদার শতাংশিক পরিবর্তন বেশী হয়, তবে তাকে একের চেয়ে বেশী স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। সাধারণত বিলাসজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা একের চেয়ে বেশী।

৩। **একের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপকতা বা অস্থিতিস্থাপক চাহিদা :** দামের শতাংশিক পরিবর্তনের চেয়ে যদি চাহিদার শতাংশিক পরিবর্তন হয় তবে তাকে একের চেয়ে কম বা অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে।

৪। **শূন্য স্থিতিস্থাপকতা বা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা :** দামের পরিবর্তনের হওয়া সত্ত্বেও যদি চাহিদার কোনরূপ পরিবর্তন না হয় তবে তাকে শূন্য স্থিতিস্থাপক বা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। নীচের চিত্রের (ক) অংশে দেখা যাচ্ছে যে, দাম p_1 থেকে পরিবর্তিত হয়ে p_2, p_3, p_4 যাই হোক না কেন চাহিদার পরিমাণ স্থির থাকে বলে চাহিদা রেখা DD লম্ব অক্ষের সমান্তরাল। DD রেখার স্থিতিস্থাপকতা শূন্যের সমান।

৫। **অসীম স্থিতিস্থাপকতা বা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা :** দামের সামান্যতম পরিবর্তনের (যে পরিবর্তনকে গণনা না করলেও চলে) ফলে যদি চাহিদার অনেক পরিবর্তন হয় তবে তাকে চাহিদার অসীম স্থিতিস্থাপকতা বলে। অসীম স্থিতিস্থাপকতা চাহিদা রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল (DD) যার প্রতিটি বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা অসীম। নিচের চিত্রের (খ) অংশে তা দেখানো হলো।

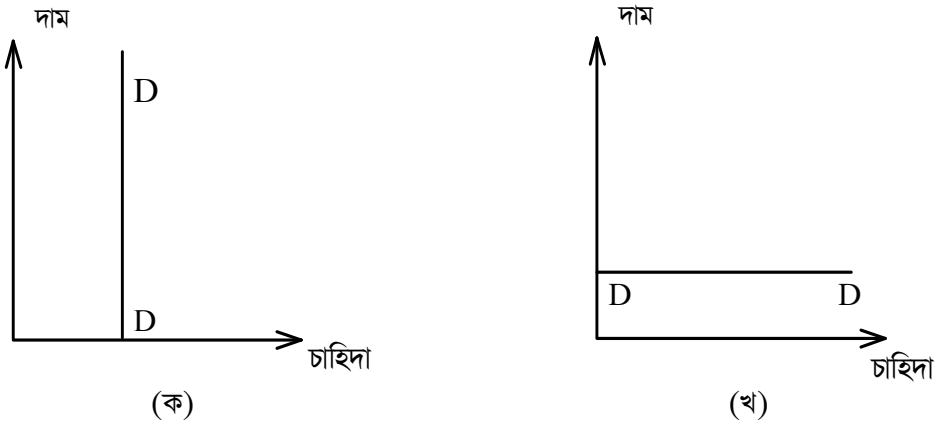

চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা :

আমরা চাহিদার নির্ধারণকারী উপাদান আলোচনার সময় দেখেছি যে, ভোক্তার আয় তার চাহিদাকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ আয়ের পরিবর্তন হলে চাহিদার পরিবর্তন হতে পারে। আয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে চাহিদার সাড়া দেয়ার মাত্রাকে আয় স্থিতিস্থাপকতা বলে। স্থিতিস্থাপকতাকে যেহেতু শতাংশিক পরিবর্তনের দ্বারা পরিমাপ করা হয় তাই আমরা বলতে পারি, আয়ের শতাংশিক পরিবর্তনের সঙ্গে চাহিদার পরিমাণের যে শতাংশিক পরিবর্তন হয়, তাদের অনুপাতকে আয় স্থিতিস্থাপকতা বলে।

$$\text{আয় স্থিতিস্থাপকতা (Income elasticity)} = \frac{\text{চাহিদার শতাংশিক পরিবর্তন}}{\text{আয়ের শতাংশিক পরিবর্তন}}$$

$$ey = \frac{\frac{dq}{q} \times 100}{\frac{dy}{y} \times 100} = \frac{\frac{dq}{q}}{\frac{dy}{y}} = \frac{dq}{q} \times \frac{y}{dy} = \frac{dq}{dy} \times \frac{y}{q}$$

$$ey = \frac{dq}{dy} \times \frac{y}{q}$$

এখানে,

ey = চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা।

dq = চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণ।

dy = চাহিদার আয়ের পরিবর্তনের পরিমাণ।

y = মূল বা প্রাথমিক আয়।

q = মূল বা প্রাথমিক চাহিদা।

অনুশীলনী ৫.৫.২

চাহিদা অপেক্ষক $x = \frac{y}{2p}$ হতে চাহিদার দাম ও আয় স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় কর।

আয় স্থিতিস্থাপকতা ৫ প্রকার :

১। এককের চেয়ে বেশী স্থিতিস্থাপকতা
২। এককের চেয়ে কম স্থিতিস্থাপকতা
৩। এককের সমান স্থিতিস্থাপকতা।
৪। শূন্য আয় স্থিতিস্থাপকতা
৫। ঋণাত্মক আয় স্থিতিস্থাপকতা।

আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, কোন দ্রব্যের সাথে সম্পর্কিত দ্রব্যের দামও তার চাহিদাকে প্রভাবিত করতে পারে। এই সম্পর্কিত দ্রব্য দুই প্রকার হতে পারে – পরিবর্তক ও পরিপূরক। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা দেয়া হয়। মনেকরি, x ও y দুটি সম্পর্কিত দ্রব্য। y দ্রব্যের দামের শতাংশিক বা আপেক্ষিক পরিবর্তনের ফলে x দ্রব্যের চাহিদার যে শতাংশিক আপেক্ষিক পরিবর্তন হয় তাদের অনুপাতকে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা বলে।

$$\text{আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{x দ্রব্যের চাহিদার শতাংশিক পরিবর্তন}}{\text{y দ্রব্যের দামের শতাংশিক পরিবর্তন}}$$

$$e_c = \frac{\frac{dq_x}{q_x} \times 100}{\frac{dp_y}{p_y} \times 100} = \frac{dq_x}{q_x} \div \frac{dp_y}{p_y} = \frac{dq_x}{dp_y} \times \frac{p_y}{q_x}$$

এখানে,
e_c = আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা।
dq_x = x দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন।
q_x = x দ্রব্যের প্রাথমিক চাহিদা।
dp_y = y দ্রব্যের দামের পরিবর্তন।
p_y = y দ্রব্যের প্রাথমিক দাম।

অনুশীলনী ৫.৫.৩

চাহিদা অপেক্ষক $Q_a = 50 - 4P_a - 4P_b$ হতে চাহিদার আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় কর যখন $P_a = 5$, $P_b = 5$.

আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা ৩ প্রকার।
১। বিকল্প দ্রব্যের ক্ষেত্রে ধনাত্মক আড়াআড়ি অবস্থান
২। পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা
৩। স্বাধীন দ্রব্যের ক্ষেত্রে "শূন্য" আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতা।

স্থিতিস্থাপকতার নির্ধারকসমূহ

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণকারী সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আমরা নিম্নে আলোচনা করব।

১। **দ্রব্যের প্রকৃতি :** দ্রব্যের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে আমরা দ্রব্যকে দুইভাগে ভাগ করতে পারি। যথা – প্রয়োজনীয় দ্রব্য, বিলাস দ্রব্য, চাল, ডাল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা স্বল্প স্থিতিস্থাপক, আর হীরা, সোনা ইত্যাদি বিলাস দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদী বেশী স্থিতিস্থাপক।

২। **পরিবর্তনের সুবিধা :** যে সব দ্রব্যের কোন পরিবর্ত দ্রব্য নাই তাদের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। আর যে সব দ্রব্যের পরিবর্ত দ্রব্য আছে তাদের চাহিদা স্থিতিস্থাপক। যেমন – ডাল ভাতের বিকল্প দ্রব্য কম আছে তাই তা কম স্থিতিস্থাপক। আর মাছের পরিবর্ত দ্রব্য হিসাবে ডিম বা মাংস ব্যবহার করা যায়। তাই মাছের দাম বাড়লে লোকে ডিম বা মাংস খেয়ে থাকে। তাই মাছের চাহিদা অধিক স্থিতিস্থাপক। তাই সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি যে,

একটি দ্রব্যের যত অধিক সংখ্যক পরিবর্ত দ্রব্যের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ততই অধিক হয়।

৩। **দ্রব্যের উপর আয়ের ব্যয়িত অংশ :** একটি দ্রব্যের দাম আয়ের অনুপাত যত বেশী হবে তার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ততই বেশী হবে। যেমন – মনেকরি, একটা দিয়াশলাইয়ের দাম ২০ পয়সা। এখন যদি দিয়াশলাই এর দাম ৫০% বৃদ্ধি পায় তবে দিয়াশলাইয়ের দাম হবে ৩০ পয়সা। এতে দিয়াশলাইয়ের চাহিদা একটা হ্রাস পাবে বলে মনে হয় না। কারণ আয়ের খুব ছোট অংশকই এর জন্য ব্যয় হয়। অন্যদিকে যদি একটি গাড়ীর দাম ৪০,০০০ টাকা থেকে ৫০% বৃদ্ধি পেয়ে ৬০,০০০ টাকা হয় তবে এর চাহিদা অনেক হ্রাস পাবে। কারণ আয়ের একটা বড় অংশ এখানে ব্যয়িত হয়।

৪। **সময় :** দামের পরিবর্তনকে অনুসরণ করে কোন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা স্বত্মকালের তুলনায় দীর্ঘকালে বেশী হবে। যেমন – মনে করি, হঠাৎ করে মাংসের দাম বেড়ে গেল। এতে করে ভোক্তা প্রথমে অন্যান্য দ্রব্যের ভোগ হ্রাস করে বা সঞ্চয় না করে মাংস ক্রয় করবে। অর্থাৎ দামের বৃদ্ধির ফলে চাহিদার হ্রাস কম হবে এবং স্থিতিস্থাপকতাও কম হয়। কিন্তু এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দাম যদি অনেকদিন ধরে চলে তবে মানুষ মাংসের বিকল্প দ্রব্য খুঁজে বের করবে এবং মাংসের চাহিদা হ্রাস করবে। অর্থাৎ পরে চাহিদা বেশী স্থিতিস্থাপক হবে।

৫। **স্থায়িত্ব :** একটি দ্রব্যের স্থায়িত্ব যত বেশী হবে তার চাহিদা ততই স্থিতিস্থাপক হবে। আর একটি দ্রব্যের স্থায়িত্ব যত কম হবে তার চাহিদা ততই অস্থিতিস্থাপক হবে। যেমন – আলুর চেয়ে শার্টের স্থায়িত্ব বেশী। তাই আলু এবং শার্টের দাম ১০% বাড়লে আলুর ক্রয় যতটুকু কমবে শার্টের ক্রয় তার চেয়ে বেশী হারে কমবে। অর্থাৎ আলুর চেয়ে শার্টের স্থিতিস্থাপকতা বেশী।

অর্থনীতিতে স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি কেবলমাত্র তাত্ত্বিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর ব্যবহারিক গুরুত্বও অনেক যা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হল :

ক। দাম স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব :

১। **মূল্য তত্ত্বে দাম স্থিতিস্থাপকতা :** আমরা জানি একটি কার্য ফার্ম তখনই ভারসাম্যে পৌঁছে যখন প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হয়, আর প্রান্তিক আয়ের মান নির্ভর করে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার উপর। এখানে দাম স্থিতিস্থাপকতা জানা একান্ত প্রয়োজন।

$$\text{প্রান্তিক আয়} = \left(১ - \frac{১}{\text{দাম স্থিতিস্থাপকতা}}\right)$$

২। **করতত্ত্বে দাম স্থিতিস্থাপকতা :** কোন দ্রব্যের উপর কর স্থাপনের আগে সে দ্রব্যের দাম স্থিতিস্থাপকতা জানতে হবে। কারণ কর আরোপ করলে (বিক্রয় কর) দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাবে। এখন যদি দ্রব্যটি বেশী স্থিতিস্থাপক হলে দাম বৃদ্ধির তার চাহিদা বেশী হ্রাস

পাবে এবং তা থেকে সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ কম হবে। অন্যদিকে দ্রব্যটি যদি কম স্থিতিস্থাপক হয় তবে দাম বৃদ্ধির ফলে তার চাহিদা কম হ্রাস পাবে এবং তা থেকে সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ তুলনামূলকভাবে বেশী হবে।

৩। **একচেটিয়া কারবারে দাম স্থিতিস্থাপকতা :** একজন একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের দাম নির্ধারণের সময় চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বিবেচনায় আনতে হয়। কারণ দ্রব্যটির চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয় তবে সে দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি করে মোট আয় বৃদ্ধি করতে পারে। কারণ এক্ষেত্রে দ্রব্যটির চাহিদা বেশী হ্রাস পাবেনা। অন্যদিকে দ্রব্যটির চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয় তবে সে দ্রব্যটির দাম হ্রাস করে মোট আয় বৃদ্ধি করতে পারে। কারণ এক্ষেত্রে দ্রব্যটির দাম বাড়লে চাহিদা অনেক বেড়ে যাবে।

খ। **আয় স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব :** আমরা জানি যে, স্বাভাবিক দ্রব্যের বেলায় আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে এবং নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় বাড়লে চাহিদা কমে। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলে তা দেশের জন্য সুফল বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু যে সব শিল্প নিকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করে, তাদের ক্ষেত্রে এটা মোটেই কাম্য নয়। ফলে টেলিভিশন, মোটরগাড়ী ইত্যাদি শিল্পে আয় স্থিতিস্থাপকতা অধিক বলে এই শিল্পগুলি জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ফলে ক্রমাগতই প্রসারিত হতে থাকে।

গ। **আড়াআড়ি স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব :** এর সাহায্যে শিল্পের সীমারেখার সংজ্ঞা দেয়া হয়। চাহিদার দৃষ্টিকোণ ক্ষেত্রে যে সব দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতার মান উচ্চ ঐ সব দ্রব্য একটি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়।